দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... 12 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা - ৬ কলাম ৭

শরতের সুন্দর সকালে সবুজঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে ব্যতিক্রমী মিলনমেলা, বাঁধভাঙ্গা প্রাণোচ্ছ্বাস

মোয়াজ্জেমুল হক/কামাল পারভেজ

শুক্রবার শরতের সুন্দর সকালে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের একঝাঁক মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ব্যতিক্রমধর্মী সংবর্ধনা প্রদান করা হলো। সাম্প্রতিককালে দেশজুড়ে ঈর্ষণীয় খ্যাতি অর্জনকারী এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্যরা, শিক্ষক, অভিভাবক ও ১৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রী ভিন্ন আমেজে মনের এক অনাবিল আনন্দে কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকার সবুজঘেরা ছোট এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ যাবতকালের সর্বোচ্চ মিলনমেলায় শরিক হয়েছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সরকারী পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, কূটনীতিক ও নগরীর শিল্পপতি, ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গসহ আরও অনেকে। বিদ্যাপীঠের খোলা মাঠে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন বিশাল মঞ্চে অধ্যক্ষ বেগম হাসিনা জাকারিয়ার বক্তব্য দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা। ইস্পাহানী শিল্পগোষ্ঠীর বর্তমান কর্ণধার মীর্জা মেহেদী ইস্পাহানীর শারীরিক আংশিক অচলাবস্থাও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি এ

চট্টগ্রামে ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজে মেধাবী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা

মিলনমেলাকে এড়িয়ে যেতে।

কোন গতানুগতিকতার শিকলেবদ্ধ নয়, ব্যতিক্রমে ভরপুর ভিন্ন ধাঁচের এ অনুষ্ঠানটি সৃষ্টি করে মনছোঁয়া আবহ। এ যেন অনুষ্ঠান নয়, সৌম্য, সুন্দর আর পরিশীলনের আবরণে মোড়া এক প্রাণময় মিলনমেলা। যেখানে বাঁধভাঙ্গা প্রাণোচ্ছ্বাসে মেতেছেন প্রতিষ্ঠানের

অনিবার্য কারণবশত 'হারিয়ে যাচ্ছে পাখি' আজ প্রকাশিত হলো না

চট্টগ্রাম ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনায় এক ছাত্রকে পুরস্কার দিচ্ছেন বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী (বাঁয়ে) ও এক ছাত্রীকে পুরস্কার দিচ্ছেন কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য শাকিল ইস্পাহানী —জনকণ্ঠ

শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা। এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল মূলত ২০০১ ও ২০০২ সালে এসএসসি ও এইচএসসির মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া এ প্রতিষ্ঠানের ৮২ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য। এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও অতিথিদের সরব পদচারণায় বেশ সকাল থেকেই প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাস হয়ে ওঠে মুখর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান' ইস্পাহানী গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান মীর্জা মেহেদী ইস্পাহানীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণ, অধ্যক্ষ হাসিনা জাকারিয়া। অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম শিক্ষা

(৭- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

শরতের সুন্দর সকালে

(প্রথম পাতার পর)

বোর্ডের চেয়ারম্যান এজেএম শহীদুল্লাহ, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সালমান ইস্পাহানী, সদস্য সাকিল ইস্পাহানী, পরিচালনা কমিটির সচিব এনইউএম হুমায়ুন। গতানুগতিকতা বলতে শুধু এটুকুই। তবে তার পরও অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের বর্ণময় অনুভূতি প্রকাশ, খালি গলায় গান, কৌতুক, কবিতা আবৃত্তি, ব্যঙ্গ টিভি রিপোর্ট পাঠ অনুষ্ঠানে এনে দেয় ভিন্ন মাত্রা। আর এ সবের মাঝেই ফুটে ওঠে তারকা শিক্ষার্থীদের সমাজ, রাজনীতিভাবনা, ভবিষ্যত আকাঙ্ক্ষা। 'নিজেদের স্বার্থের জন্য কখনই রাজনীতি করবেন না' অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বর্তমান ছাত্র রাজনীতির ওপর নাখোশ এক তারকা শিক্ষার্থী এভাবেই আকুল আবেদন জানাল। রাজনীতি নিয়ে নয় শুধু, সমাজভাবনাও তাদের দারুণভাবে আবেগতাড়িত করেছে।

'মেধাপাচার আমাদের সত্যিই বড় ক্ষতি ডেকে আনছে' বলেছে আরেক শিক্ষার্থী। শুধু এমন কঠিন ভাবনার কথা নয়, গান গেয়ে, দর্শকদের হাসিয়ে দারুণভাবে মাতিয়ে তোলে তারা। পাঠ্য বইয়ের শব্দজটে নিরন্তর ব্যাপৃত নয়, তারাও যে অন্য অনেক বিষয়ে স্বচ্ছন্দে দখলদারিত্ব রাখে, সেটাও জানান দেয়। আনন্দের আতিশয্যে অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় লিখিত বক্তব্য দিয়ে সবাইকে দারুণ বিস্মিত করেন ইস্পাহানী পরিবারের সদস্য সালমান ইস্পাহানী।

কৃতী ৮২ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৫৪ জন এইচএসসির, অন্য ২৮ জন এসএসসির। চলতি বছর চট্টগ্রাম ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসিতে ২৪ জন, এসএসসিতে ১১ জন সেরা হবার কৃতিত্ব অর্জন করে। এর মধ্যে এইচএসসিতে বাণিজ্য বিভাগ থেকে যুগ্মভাবে প্রথম হওয়া শওকত হোসেন শুধু চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড নয়, দেশের ৭টি বোর্ডের মধ্যে সেই একমাত্র ছাত্র- যে এসএসসিতে পাওয়া প্রথমস্থান ধরে রেখেছে। শুধু এটা নয়, গড় পাসের জন্যও এ প্রতিষ্ঠানটি দেশসেরা। প্রতিবছরই এসএসসি এবং এইচএসসিতে পাসের হার একশ' ভাগ।

অর্ধ শতাব্দী আগে ইস্পাহানী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের ঈর্ষণীয় সাফল্যের রহস্য আর কিছু নয়- শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে আন্তরিকপূর্ণ পড়ালেখা। আর বছর বছর মেধাতালিকাজুড়ে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিগ্রাহ্য আধিপত্যের নিয়ামক একটি বাক্য। 'প্রথম, দ্বিতীয় নয়-মেধা তালিকায় থাকতেই হবে'- প্রথম ক্লাসে সব শিক্ষার্থীকে এটাই জানিয়ে দেন অধ্যক্ষ হাসিনা জাকারিয়া। এর প্রতিউত্তরও ফি বছর ভাল ফলের মাধ্যমে দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। সে কারণে এ প্রতিষ্ঠানটি এখন বলা চলে দেশসেরা। সেই সেরা প্রতিষ্ঠানটির সেরা শিক্ষার্থীদের জন্য তাই শুক্রবার আয়োজন করা হয় জমজমাট অনুষ্ঠানের। যাতে সব তারকা ছাত্রছাত্রীকে দেয়া হয় বিশেষ পুরস্কার। এ ছাড়া লটারীর মাধ্যমে কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই বেশ ক'জনকে দেয়া হয় বাড়তি পুরস্কার। এমন একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রীও সুর মেলান কৃতী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে- 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির কোন প্রয়োজন নেই' বলেছেন তিনি। সে সঙ্গে তাঁর অভিমত, এখন জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা খুব জরুরী। তদ্বিরের ফলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সে তুলনায় ইস্পাহানী স্কুল এ্যান্ড কলেজ ব্যতিক্রম। শুধু মন্ত্রী নয়, নানা জনের, অতিথিদের এমনসব স্তুতি, সাফল্য বর্ণনায় অনুষ্ঠানটি পেয়েছিল ভিন্ন আবহ।